- লেখকের নাম : শেখ মুজিবুর রহমান।
- রচনাকাল : ১৯৬৬-১৯৬৮
- প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০১৭
- প্রকাশক : বাংলা একাডেমি
- পৃষ্ঠা : ৩৩২

গ্রন্থ সংক্রান্ত তথ্যাবলি

⇒ 'কারাগারের রোজনামচা' বইটির লেখক – শেখ মুজিবুর রহমান।
⇒ বঙ্গবন্ধুর কারাগারের রোজনামচা' বইটি প্রকাশিত হয় – বাংলা একাডেমি থেকে।
⇒ 'কারাগারের রোজনামচা' বইটি – সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে প্রকাশিত।
⇒ 'কারাগারের রোজনামচা' বইটি প্রকাশিত হয় – মার্চ ২০১৭।
⇒ 'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব – বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের।
⇒ 'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ের ভূমিকা লেখেন – শেখ হাসিনা।
⇒ কারাগারের রোজনামচার প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পোর্ট্রেট আঁকেন – রাসেল কান্তি দাস।
⇒ কারাগারের রোজনামচা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন – ড. ফকরুল আলম।
⇒ কারাগারের রোজনামচায় – ১৯৬৬-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত লেখা ডায়েরি বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৬৬-৬৮ পর্যন্ত লেখা ডায়েরি বই হিসেবে প্রকাশের জন্য কারাগারের রোজনামচা নাম রেখেছেন – শেখ রেহানা।
⇒ 'কারাগারের রোজনামচা' অনুসারে জেল ডিডিশন দেওয়া হতো না – পাশবিক অত্যাচারকারী অপরাধের কয়েদিদের।
⇒ কারাগারের রোজনামচায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ উল্লেখ করা হয়েছে - ২০ বছর।
⇒ কারাগারের রোজনামচা অবলম্বনে জেলে নতুন কয়েদি এলে তাকে বলে – আমদানি।
⇒ 'কারাগারের রোজনামচা' অবলম্বনে জেল হাতে কয়েদি চলে গেলে তাকে বলে – খরচ।
⇒ 'কারাগারের রোজনামচা'তে বঙ্গবন্ধু পশ্চিমা শিল্পপতিদের মুখপাত্র বলে উল্লেখ করেছেন – মর্নিং নিউজ পত্রিকাকে।
⇒ কারাগারের রোজনামচা উল্লেখপূর্বক এদেশ হাতে বিরোধী দল মুছে যেত – তফাজ্জল হোসেন মানিক ও ইত্তেফাক না থাকলে।
⇒ 'কারাগারের রোজনামচা'য় কাকে হিন্দু-মুসলমানদের দূত বলা হত – মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে।
⇒ যাদের যাবজ্জীবন জেল হয় তাদের – ১২/১৩ বছরের বেশি জেল খাটাতে হয় না বলে 'কারাগারের রোজনামচা'তে উল্লেখ আছে।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'কারাগারের রোজনামচা' অনুসারে আইয়ুব খানকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেছিলেন – খন্দকার মোশতাক আহমদ।

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তি জীবন সংক্রান্ত তথ্যাবলি

⇒ বঙ্গবন্ধুর গ্রামের নাম – টুঙ্গীপাড়া।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন – ফরিদপুর জেলায়।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার নাম – শেখ লুৎফর রহমান।
⇒ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা পেশায় ছিলেন – সেরেস্তাদার।

⇒ 'মুজিব' শব্দের অর্থ – উত্তরদাতা।
⇒ বঙ্গবন্ধুর নাম 'শেখ মুজিবুর রহমান' রেখেছিলেন – বঙ্গবন্ধুর নানা শেখ আব্দুল মজিদ।
⇒ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
⇒ বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন শুরু করেন – ১৯৪৮ সালে।
⇒ ভুখা মিছিলের জন্য বঙ্গবন্ধু ঢাকা হতে গ্রেফতার হয়ে আড়াই বছর পর মুক্তি লাভ করেছিলেন – ফরিদপুর জেল হতে।
⇒ আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন – এক নম্বর আসামি।
⇒ আগরতলা মামলা দায়ের করার পশ্চাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে – পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।
⇒ ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলায় গ্রেফতার হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন – ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।
⇒ বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন – ২ মার্চ ১৯৭১।
⇒ ২৬ শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন – প্রথম প্রহরে।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার মা-বাবা ডাকতেন – খোকা নামে।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডায়েরি লিখতে শুরু করেন – বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অনুরোধে।
⇒ বঙ্গবন্ধু 'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ের শুরুতে – ৫ বার জেলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।
⇒ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সেনা অভিযানে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের মোট নিহত হয় – ১৫ জন সদস্য।
⇒ বঙ্গবন্ধুকে ৫০ এর দশকে ফরিদপুর জেলে কয়েদি হিসেবে – সুতা কাটার কাজ করতে হয়েছিল।
⇒ শেখ মুজিবের সাথে শহীদুল্লাহ কায়সারের সম্পর্ক ছিল – বন্ধু।
⇒ বঙ্গবন্ধু জেলে Solitary Confinement বলতে – একাকী বাস করতে বাধ্য করাকে বুঝিয়েছেন।
⇒ বঙ্গবন্ধুর যে সন্তান জেলের দিকে চেয়ে থাকত আর বলত " আব্বার বাড়ি " তিনি হলেন – শেখ রাসেল।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারাগারের রোজনামচাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন – ক্রগ মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণের।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিলেন – ১৯৫৪ সালে।
⇒ শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে যে মামলায় বন্দি ছিলেন সে মামলার নম্বর ছিল – ৮০ (৪) / ৬৬।
⇒ বঙ্গবন্ধু কাশ্মির সমস্যায় শান্তি না আসার জন্য দায়ী করেছিলেন – ভারতকে।
⇒ ছয় দফা দাবির পক্ষে আন্দোলন চলাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বয়স ছিল – ৪৫ বছর।
⇒ ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা চলমান ছিল – ১১টি।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেছিলেন – ১৯২০ সালে।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় অনশন শুরু করেন – ১৬ই ফেব্রুয়ারি।
⇒ বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের জন্য গ্রেফতার হয়ে মুক্তি পান – ১৫ই মার্চে।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা হয়েছিল – ১২৪ ধারায়।
⇒ প্রথম শ্রেণির কয়েদি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রোজ খাবার জন্য – আড়াই টাকার মত পেতেন।
⇒ ৬ দফা দাবির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পেয়ে পুনরায় জেলগেট হতে সেনাবাহিনীর হাতে আটক হন - ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে।
⇒ ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা মামলায় গ্রেফতার করার সময় ঢাকা জেলের জেলার ছিলেন – ফরিদ আহম্মদ।

⇒ বঙ্গবন্ধু আগরতলা মামলায় সেনানিবাসে আটক থাকাকালে – কর্ণেল শের আলি বাজের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

⇒ ১৯৫৬ সালে মন্ত্রিত্ব পাবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন – ১৯৫৭ সালের ৩০ মে।

⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি সফরে চীন গমন করেন - ১৯৫৭ সালে।

⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ রহমান মুজিবুর রহমান 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন – ১৯৬০ সালে।

⇒ ১৯৬৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে কারাদণ্ড প্রদান করা হয় – ১ বছর।

⇒ বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল নির্দেশ প্রদান ও পথ প্রদর্শন করতেন – ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ি থেকে।

⇒ বঙ্গবন্ধু ২রা মার্চ রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন – ইংরেজি ভাষায়।

⇒ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন – শেখ মুজিবুর রহমান।

⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির জনক' উপাধি প্রদান করেন – আ স ম আব্দুর রব।

⇒ ১৯৭৪ সালে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করতে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে গমন করেন।

⇒ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ভুখা মিছিলের নেতৃত্ব প্রদান করেন – শেখ মুজিবুর রহমান।

⇒ 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেন – শেখ মুজিবুর রহমান।

⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন – লাহোরে।

⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন – ৭ মার্চ, ১৯৭১।

⇒ ২৫ মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকবাহিনী গ্রেফতার করে নিয়ে যায় – ঢাকা সেনানিবাসে।

⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় – ৩ দিন পর।

⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপন বিচার করে – মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

⇒ ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন – ওয়াহিদুজ্জামান।

⇒ ১৯৫৪ সালে বঙ্গবন্ধু – কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

⇒ আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান – ছিলেন যুগ্ম সচিব।

⇒ বঙ্গবন্ধু "অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন" এ কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন – ১৯৪০ সালে।

⇒ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন – ১ মার্চ, ১৯৬৬ সালে।

⇒ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন – শেখ মুজিবুর রহমান।

⇒ টুঙ্গিপাড়া – বাইগার নদীর তীরে অবস্থিত।

⇒ বঙ্গবন্ধু ঢাকায় চলে আসেন – ১৯৪৭ সালে ।

⇒ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বাংলায় ভাষণ দেন – ২৪ সেপ্টেম্বর , ১৯৭৪।

⇒ বঙ্গবন্ধুকে কবর দেওয়া হয় – গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়।

⇒ Poet of Politics বলা হয় – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

⇒ বঙ্গবন্ধু বিমানবাহিনীর আধুনিকায়নে হেলিকপ্টার ক্রয় করেন –ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য থেকে।

রাজনৈতিক তথ্যাবলি

⇒ বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলনের জন্য গ্রেফতার হয়েছিলেন – ১১ মার্চ, ১৯৪৮ সালে ।
⇒ ভাষা আন্দোলন করার জন্য বঙ্গবন্ধু ১১ মার্চ ১৯৪৮ এ গ্রেফতার হয়ে মুক্তি লাভ করেছিলেন – ২৫ মার্চ, ১৯৪৮ ।
⇒ বঙ্গবন্ধু ভুখা মিছিল বের করেছিলেন – ১৪ অক্টোবর, ১৯৪৯ ।
⇒ 'কারাগারের রোজনামচা' অনুসারে ১৯৪৯ সালের ভুখা মিছিলের জন্য বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে থাকতে হয়েছিলে – প্রায় আড়াই বছর ।
⇒ ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শক্রমে ।
⇒ ১৯৪৯ সালের ১৪ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধু ভুখা মিছিল বের করেন – আরমানিটোলা ময়দান থেকে ।
⇒ ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন – মওলানা ভাসানী ।
⇒ ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন –শামসুল হক ।
⇒ ১৯৬২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন – জননিরাপত্তা আইনে ।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন – ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি ।
⇒ শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি পেশ করেন – লাহোরে ।
⇒ ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় – ১৮ জানুয়ারি ।
⇒ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মোট আসামি ছিল – ৩৫ জন ।
⇒ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচারকাজ পরিচালিত হয় – ঢাকা সেনানিবাসে ।
⇒ কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে –১৯৬৯ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি ।
⇒ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয় - আওয়ামীলীগ ।
⇒ স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে – ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে ।
⇒ মুক্তিযুদ্ধকালে শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী ও সন্তানদের পাকিস্তানি বাহিনী বন্দি করে রাখে – ধানমন্ডি ১৮ নম্বর সড়কে একটি বাড়িতে ।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যাকান্ডের সময় শেখ হাসিনা ছিলেন – জার্মানিতে ।
⇒ শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দেশে ফেরেন – ১৯৮১ সালে ।
⇒ ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরাপত্তা বন্দি হয়েছিলেন – ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য ।
⇒ ৬ দফা দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে ১৯৬৬ সালে গ্রেফতার করা হয়েছিল – ৮ মে ১৯৬৬ ।
⇒ মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন – আইয়ুব খান ।
⇒ ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবির পক্ষে আন্দোলন চলাকালে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন – হাফেজ মুছা ।
⇒ ৬ দফা দাবির বিরুদ্ধে বলেছেন – মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ।
⇒ ৬ দফার উপর কটাক্ষ করে পাকিস্তান দুর্বল হয়ে যাবে ।" বলেছিলেন – মির্জা নুরুল হুদা ।
⇒ ভারত উপমহাদেশে পাক-ভারত স্বাধীনতার পূর্বে মুসলমানগণ – ফেডারেল ফর্মের সরকার প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন ।
⇒ ১৪ দফার প্রবর্তক – মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ।
⇒ ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে হেবিয়াস করপাস মামলা পরিচালনা করেন – আবদুস সালাম খান ।
⇒ ১৯৫২ সালে বাংলা সন ছিল – ১৩৫৮ ।
⇒ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু – ফরিদপুর জেলে ছিলেন ।
⇒ প্রথম ভাষা আন্দোলনের জন্য ১১ মার্চ ১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধুসহ – প্রায় ৭৫ জন গ্রেফতার হয়েছিলেন ।

⇒ ২১ ফেব্রুয়ারির পূর্বে ভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হতো – ১১ মার্চকে।
⇒ ভাষা আন্দোলন-৫২ এর সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন – নূরুল আমিন।
⇒ ২১ ফেব্রুয়ারিকে আওয়ামী লীগ শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেছিল – ১৯৫৬ সালে।
⇒ সর্বপ্রথম ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারিভাবে পালন করা হয়েছিল –১৯৫৭-৫৮ সালে।
⇒ পাকিস্তানে মার্শাল ল জারি হয়েছিল – ১৯৫৮ সালে।
⇒ লাহোর প্রস্তাব পেশ করেছিলেন – শেরে বাংলা।
⇒ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় – ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে।
⇒ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক মৃত্যুবরণ করেন – ১৯৬২ সালের ২৩শে মার্চ।
⇒ ১৯৬৭ সালে গঠিত বিরোধী দলীয় ঐক্যজোটের নাম ছিল –পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন।
⇒ পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (PDM) এর সম্পাদক করা হয়েছিল – মাহমুদ আলীকে।
⇒ কায়েদে আজম' উপাধি – মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর।
⇒ ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন – খাজা নাজিমুদ্দিন।
⇒ ১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন – নুরুল আমিন।
⇒ শহিদ দিবসের ছুটি সরকারি তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় –১৯৫৮ সালে।
⇒ আইয়ুব খানের আমলে শাসনক্ষমতায় পূর্ব বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন – মোনায়েম খান।
⇒ ১৯৫৬ সালের শাসন অনুযায়ী পাকিস্তানকে রিপাবলিক ঘোষণা করা হয় – ২৩ মার্চ।
⇒ ৬ দফা প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল – ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব।
⇒ ১৯৬৭ সালে হাজী মোহাম্মদ দানেশ ছিলেন – ন্যাপ সহ-সভাপতি।
⇒ ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হয়েছিলেন – সেনা, নেভি ও এয়ারফোর্স আইন অনুযায়ী।
⇒ ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করলে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন –জুলফিকার আলী ভুট্টো।
⇒ ১৯৫৬ সালে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করা হলে চকবাজার এলাকায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন – ৩ জন।
⇒ পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে তা স্থায়ী ছিল– ৪ বছর।
⇒ ছয় দফা আন্দোলনে শহিদ হন – ১১ জন।
⇒ শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করার সংবর্ধনা সমাবেশে – প্রায় ১০ লাখ জনতা উপস্থিত ছিল।
⇒ সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের পতন হয় – ২১ মার্চ, ১৯৬৯ সালে।⇒ দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান –:জুলফিকার আলী ভুট্টো।
⇒ মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার নামকরণ মুজিবনগর করেন –তাজউদ্দীন আহমদ।
⇒ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠিত হয় –ব১৯৭২ সালে।
⇒ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন– ২৫ জানুয়ারি , ১৯৭৫ সালে।
⇒ ১৯৫৫ সালের ১৭ জুন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয় – পল্টন ময়দানে।
⇒ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইন্তেকাল করেন – ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩।
⇒ ৬ দফাকে তুলনা করা হয় – ম্যাগনাকার্টার সাথে।
⇒ ছয় দফা দাবি দিবস পালিত হয় – ৭ জুন।
⇒ আগরতলা মামলা দায়ের করা হয় – ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮।
⇒ ছাত্রদের এগার দফা দাবির মধ্যে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ছিল – এগারতম দাবি।

⇒ কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে – ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।
⇒ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় – ৭ ডিসেম্বর তারিখে।
⇒ সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন – এম এ হান্নান।
⇒ মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন – তাজউদ্দীন আহমদ।
⇒ লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন – এডওয়ার্ড হীথ (ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী)।
⇒ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা দায়ের করা হয় – ১৯৯৬ সালে।
⇒ মাওলানা ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগ ত্যাগ করে ন্যাপ গঠন করেছিলেন – ১৯৫৭ সালে।
⇒ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল – ঢাকা সেনানিবাসে।
⇒ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন এবং রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন – ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ সালে।
⇒ রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেয়া হয় – ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।
⇒ পাকিস্তানের ভাষা নিয়ে প্রথম বিতর্ক শুরু হয় – ১৯৪৭ সাল থেকে।
⇒বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার অভিযানের নাম ছিল – অপারেশন বিগবার্ড।
⇒ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন – তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন।
⇒ বঙ্গবন্ধু শপথ গ্রহণ করেন – প্রধান বিচারপতির কাছে।
⇒ গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার ছিলেন – মুহম্মদ উল্লাহ।
⇒ বাকশাল করা হয় – চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে।
⇒ বঙ্গবন্ধুর সময় বাংলাদেশ স্বীকৃতি লাভ করে – ১২১ টি দেশের।
⇒ প্রথম জাতীয় সংসদের ৩১৫টি আসনের মধ্যে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্য ছিল – ৯ জন।
⇒ মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন – জেনারেল এম এ জি ওসমানী।
⇒ মুক্তিযুদ্ধের উপ-কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন – এ কে খন্দকার।
⇒ বিপ্লবী সরকারের স্বামী ছিলেন – এইচ.এম.কামরুজ্জামান।
⇒ ছাত্রসমাজ প্রদত্ত স্বাধীনতার প্রথম ইশতেহার ঘোষণা করা হয় – ৩ মার্চ, ১৯৭১।
⇒ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা ছিল – আল-বদর বাহিনীর কাজ।
⇒ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন – বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।
⇒ প্রবাসী সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মরী ছিলেন – এইচ.এম কামারুজ্জামান।
⇒ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সরকারি নাম ছিলো – রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য।

বিখ্যাত উক্তি

⇒ "থালা বাটি কম্বল, জেলখানার সম্বল" উক্তিটি পাওয়া যায় – কারাগারের রেজনামচায়।
⇒ "কারাগার একটা আলাদা দুনিয়া। এখানে আইনের বইতে যত রকম শাস্তি আছে সকল রকম শাস্তিপ্রাপ্ত লোকই পাওয়া যায়।" উদ্ধৃতিটি – কারাগারের রোজনামচার।
⇒ "জেল দিয়ে লোকের চরিত্র ভাল হয়েছে বলে আমি জানি না।" উক্তিটি – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।
⇒ "আমার জীবনে কী ঘটেছে তা লিখতে চাই না, তবে জেলে কয়েদিরা কীভাবে তাদের দিন কাটায়, সেটাই আলোচনা করবো।" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এই কথা আছে কারাগারের রোজনামচায়।
⇒ 'দুনিয়ায় কত রকমের পাগল আছে জেলে আসলে বোঝা যায়।' বলেছেন – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
⇒ "এখন আর আমার জেল খাটতে আপত্তি নাই, কারণ আন্দোলন চলবে।" ছয় দফা আন্দোলন সম্পর্কে উক্তিটি করেছেন – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

⇒ "এটা ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম নয়, জনগণকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সংগ্রাম।" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারের রোজনামচা গ্রন্থে এখানে – ছয় দফা আন্দোলনের কথা বলেছেন।

⇒ "জয়ের সাধ্য নাই, ফেরারও পথ পাইতেছে না।" ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সম্পর্কে বলেছিলেন – সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন।

⇒ "শান্তি চেয়ে আনা যায় না, আদায় করে নিতে হয়।" – শেখ মুজিবুর রহমান।

⇒ "আমেরিকা যেখানে সাহায্য দিতে চায় সেখানে অধীনস্থ না করে অর্থ সাহায্য দেয় না।" কারাগারের রোজনামচা' অবলম্বনে উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

⇒ বাইরে তার কথা শুনি নাই। কিন্তু জেলের ভিতর তার নিষেধ না শুনে পারলাম না।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারের রোজনামচা এখানে – তাঁর সহধর্মিনীর কথা বলেছেন।

⇒ "শোষকদের কোন জাত নাই, ধর্ম নাই"– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

⇒ "তিনি কোনোদিনই মাওলানা পাশ করেন নাই তবুও মাওলানা সাহেব না বললে বেজার হন।" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারের রোজনামচা'য় একথা বলেছেন – মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সম্পর্কে।

⇒ বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।" কবিতাংশটুকুর রচয়িতা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

⇒ "বোধহয় এটাই নিয়ম যা পাওয়া যায় না বা পাওয়া যাবে না তারই উপর আগ্রহ হয় বেশি।" উক্তিটি – শেখ মুজিবুর রহমানের।

⇒ শেখ মুজিবুর রহমান 'পূর্ব বাংলার মাটির মানুষ' এবং 'পূর্ব বাংলার মনের মানুষ' হিসেবে আহত করেছেন – শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে।

⇒ 'তোমাকে আমি ভালবাসি। মৃত্যুর পর তোমার মাটিতে যেন আমার একটু স্থান হয়, মা।" উক্তিটি – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।

বিবিধ তথ্যাবলি

⇒ শেখ হাসিনা গ্রেফতার হন – ২০০৭ সালে।

⇒ কারাগারে একাকী বন্দি অর্থাৎ Solitary Confinement করে রাখা যাবে সর্বোচ্চ – সাতদিন।

⇒ যে সমস্ত কয়েদিদের বাইরের অবস্থা ভালো, শিক্ষিত, সম্মানিত তাদের – ডিভিশনে দেওয়া হয়।

⇒ ডিভিশন কয়েদিদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এককথায় – সুখী কয়েদিবলে উল্লেখ করেছেন।

⇒ 'কারাগারের রোজনামচা' অনুসারে কারাগারে রাজবন্দিদের একটি চিঠি লেখার অনুমতি ছিল – ১ সপ্তাহ পর।

⇒ "সংশপ্তক" রচনা করেন – শহীদুল্লা কায়সার।

⇒ ১৯৬৬ সালে বাজেট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান ঋণ দিতে রাজি হয়েছিল – ইন্দোনেশিয়াকে।

⇒ কারাগারের রোজনামচায় উল্লেখিত "রাজনৈতিক মঞ্চ" – তফাজ্জল হোসেন মানিকের লেখা।

⇒ Daily Telegraph পত্রিকায় ৭ জুন ১৯৬৬ East Pakistans case' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন – Rawle Knox.

⇒ 'কারাগারের রোজনামচা'য় উল্লিখিত 'তেরেসা রেকুইন' (Therese Raquin) বইয়ের লেখক – এমিল জোলা।

⇒ ১৯৬৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন – লিন্ডন বি জনসন।

⇒ রাওয়ালপিণ্ডি হতে বর্তমান রাজধানী ইসলামাবাদ – ১২ মাইল দুরে অবস্থিত বলে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছেন।

⇒ ১৫৭৬ সালে বাংলার স্বাধীন রাজা ছিল – দাউদ কারানী।

⇒ ১৫৭৬ সালের স্বাধীন রাজা দাউদ কারানীর উজির ছিলেন – শ্রী হরি বিক্রমাদিত্য।

⇒ বাংলার স্বাধীন রাজা দাউদ কারানীকে হত্যা করে বাংলা মোগলদের আয়ত্তে চলে যায় – রাজমাবাদের যুদ্ধের মাধ্যমে।

⇒ সিপাহি বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয় – ব্যারাকপুরে।

⇒ ১৯৬৬ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন – চৌ এন লাই।

⇒ ভালভাবে জেল খাটলে আইন ভঙ্গ না করলে কয়েদিদের – নয় থেকে সাড়ে নয় মাসে মাসে বছর হয়।

⇒ জেলখানায় খাবারের দায়িত্বে যারা থাকত তাদের বলা হত – মেট।

⇒ ফ্রান্সের কোন নগরীতে ফরাসি বিপ্লব শুরু হয়েছিল – প্যারিস।

⇒ বাস্তিল কারাগার ভেঙ্গে জনগণ রাজবন্দিদের মুক্ত করে এনেছিল – ১৪ জুলাই, ১৭৮৯ সালে।

⇒ ফরাসি বিপ্লবের শ্লোগান ছিল – সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা।

⇒ 'কারাগারের রোজনামচা'য় আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে ন্যাপ গঠিত হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ আছে – বৈদেশিক নীতি।

⇒ 'কারাগারের রোজনামচা' অনুসারে রাজবন্দিদের সাক্ষাতের সময় পাশাপাশি বসে থাকত জেলের – আইবি অফিসার।

⇒ বঙ্গবন্ধু কারাগারের রোজনামচা' বইয়ের ২য় অংশ লেখা হয় – ১৯৬৭ সালে।

⇒ ১৯৬৭ সালে ঢাকা জেলের আইজি ছিলেন – নিয়ামত উল্লাহ।

⇒ "যেখানে বিচার নাই , ইনসাফ নাই , সেখানে কারাগারে বাস করাই শ্রেয়।" – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

⇒ 'রক্ত কপোত' নামে একটি বই লেখার জন্য কারাবরণ করেছিলেন – নূরে আলম সিদ্দিকী।

⇒ ১৯৬৭ সালের মে মাসের শেষ দিকে ইত্তেফাকের পর সরকার বন্ধ করে দেয় – দৈনিক সংবাদ পত্রিকা।

⇒ শেখ হাসিনা আই.এ পরীক্ষা দেন – ১৯৬৭ সালে।

⇒ ১৯৭৪ সালে ওআইসি'র শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় – ২৩ ফেব্রুয়ারি।

⇒ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধুকে ১৯৪৯ সালে দেওয়া বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে – ১৯৭২ সালে।

⇒ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় – ১৫ জনকে।

⇒ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার রয়েছে – ইতিহাস বিভাগে।

⇒ 'The Discovery of India' বইটির লেখক – জওহরলাল নেহেরু।

⇒ রাজবন্দির রোজনামচা বইটির লেখক – শহীদুল্লাহ কায়সার।

⇒ বর্তমানে বেকার হোস্টেলের ২৩ নম্বর রুমটি ব্যবহৃত হয় – গ্রন্থাগার হিসেবে।

⇒ আবাহনী ক্রীড়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন – শেখ কামাল।

⇒ বঙ্গবন্ধুর পরিবারে প্রথম শহিদ হন – শেখ কামাল।

⇒ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত জারি করা সকল সামরিক আইন-বিধি কার্যক্রমকে বৈধতা দেন – জেনারেল জিয়াউর রহমান।

সংগ্রহ ও সংকলনে - প্রকৌশলী মোঃ বায়েজিদ মোস্তফা
বি.এসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই)
ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের (ইউ.আই.টি.এস), ঢাকা ১২১২
Facebook Page - www.facebook.com/sopnerbd
Facebook Group - www.facebook.com/groups/sopnerbd
Email - engbayzidmostofa@gmail.com